38023 - রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রশ্ন

রোযা ভঙ্গের কারণগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ হেকমত অনুযায়ী রোযার বিধান জারী করেছেন। তিনি রোযাদারকে ভারসাম্য রক্ষা করে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন; একদিকে যাতে রোযা রাখার কারণে রোযাদারের শারীরিক কোন ক্ষতি না হয়। অন্যদিকে সে যেন রোযা বিনষ্টকারী কোন বিষয়ে লিপ্ত না হয়।

এ কারণে রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত:

কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় রয়েছে যেগুলো শরীর থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- সহবাস, ইচ্ছাকৃত বমি করা, হায়েয ও শিঙ্গা লাগানো। শরীর থেকে এগুলো নির্গত হওয়ার কারণে শরীর দুর্বল হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা এগুলোকে রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; যাতে করে এগুলো নির্গত হওয়ার দুর্বলতা ও রোযা রাখার দুর্বলতা উভয়টি একত্রিত না হয়। এমনটি ঘটলে রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং রোযা বা উপবাসের ক্ষেত্রে আর ভারসাম্য বজায় থাকবে না।

আর কিছু রোযা-বিনষ্টকারী বিষয় আছে যেগুলো শরীরে প্রবেশ করানোর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- পানাহার। তাই রোযাদার যদি পানাহার করে তাহলে যে উদ্দেশ্যে রোযার বিধান জারী করা হয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/২৪৮]

আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতে রোযা-বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:

“এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের শুভ্র সুতা পরিষ্কার ফুটে উঠে...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা-নষ্টকারী প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- পানাহার ও সহবাস। আর রোযা নষ্টকারী অন্য বিষয়গুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

তাই রোযা নষ্টকারী বিষয় ৭টি; সেগুলো হচ্ছে-

১। সহবাস

২। হস্তমৈথুন

৩। পানাহার

৪। যা কিছু পানাহাররে স্থলাভিষিক্ত

৫। শিঙ্গা লাগানো কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে রক্ত বের করা

৬। ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা

৭। মহিলাদের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হওয়া

এ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে- সহবাস; এটি সবচেয়ে বড় রোযা নষ্টকারী বিষয় ও এতে লিপ্ত হলে সবচেয়ে বেশি গুনাহ হয়। যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলা স্বেচ্ছায় স্ত্রী সহবাস করবে অর্থাৎ দুই খতনার স্থানদ্বয়ের মিলন ঘটাবে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ লজ্জাস্থানের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে সে তার রোযা নষ্ট করল; এতে করে বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক। তার উপর তওবা করা, সেদিনের রোযা পূর্ণ করা, পরবর্তীতে এ দিনের রোযা কাযা করা ও কঠিন কাফফারা আদায় করা ফরয। এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ধ্বংস হয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? সে বলল: আমি রমযানে (দিনের বেলা) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন: তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না। তিনি বললেন: তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না...[হাদিসটি সহিহ বুখারী (১৯৩৬) ও সহিহ মুসলিমে (১১১১) এসেছে]

স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য কোন কারণে কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় না।

দ্বিতীয়: হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন বলতে বুঝায় হাত দিয়ে কিংবা অন্য কিছু দিয়ে বীর্যপাত করানো। হস্তমৈথুন যে রোযা ভঙ্গকারী এর দলিল হচ্ছে- হাদিসে কুদসীতে রোযাদার সম্পর্কে আল্লাহর বাণী: "সে আমার কারণে পানাহার ও যৌনকর্ম পরিহার করে" সুতরাং যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলা হস্তমৈথুন করবে তার উপর ফরয হচ্ছে— তওবা করা, সে দিনের বাকী সময় উপবাস থাকা এবং পরবর্তীতে সে রোযাটির কাযা পালন করা। আর যদি এমন হয়— হস্তমৈথুন শুরু করেছে বটে; কিন্তু বীর্যপাতের আগে সে বিরত হয়েছে তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে; তার রোযা সহিহ। বীর্যপাত না করার

কারণে তাকে রোযাটি কাযা করতে হবে না। রোযাদারের উচিত হচ্ছে— যৌন উত্তেজনা সৃষ্টকিারী সবকিছু থেকে দূরে থাকা এবং সব কুচিন্তা থেকে নিজেরে মনকে প্রতিহত করা। আর যদি মজি বেরে হয় তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী— এটি রোযা ভঙ্গকারী নয়।

তৃতীয়: পানাহার। পানাহার বলতে বুঝাবে— মুখ দিয়ে কোন কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছানো। অনুরূপভাবে নাক দিয়ে কোন কিছু যদি পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয় সেটাও পানাহারের পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তুমি ভাল করে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও।"[সুনানে তিরমিযি (৭৮৮), আলবানি সহিহ তিরমিযিতে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন] সুতরাং নাক দিয়ে পাকস্থলীতে পানি প্রবেশ করানো যদি রোযাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাল করে নাকে পানি দিতে নিষেধ করতেন না।

চতুর্থ: যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত। এটি দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। ১. যদি রোযাদারের শরীরে রক্ত পুশ করা হয়। যেমন- আহত হয়ে রক্তক্ষরণের কারণে কারো শরীরে যদি রক্ত পুশ করা হয়; তাহলে সে ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু পানাহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে— রক্ত তৈরী। ২. খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ইনজেকশন পুশ করা। কারণ এমন ইনজেকশন নিলে পানাহারের প্রয়োজন হয় না।[শাইখ উছাইমীনের 'মাজালিসু শাহরি রমাদান', পৃষ্ঠা- ৭০] তবে, যেসব ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয়; বরং চিকিৎসার জন্য দেয়া হয়, উদাহরণতঃ ইনসুলিন, পেনেসেলিন কিংবা শরীর চাঙ্গা করার জন্য দেয়া হয় কিংবা টীকা হিসেবে দেয়া হয় এগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না; চাই এসব ইনজেকশন মাংশপেশীতে দেয়া হোক কিংবা শিরাতে দেয়া হোক।[শাইখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম এর ফতোয়াসমগ্র (৪/১৮৯)] তবে, সাবধানতা স্বরূপ এসব ইনজেকশন রাতে নেয়া যেতে পারে।

কিডনী ডায়ালাইসিস এর ক্ষেত্রে রোগীর শরীর থেকে রক্ত বের করে সে রক্ত পরিশোধন করে কিছু কেমিক্যাল ও খাদ্য উপাদান (যেমন— সুগার ও লবণ ইত্যাদি) যোগ করে সে রক্ত পুনরায় শরীরে পুশ করা হয়; এতে করে রোযা ভেঙ্গে যাবে।[ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৯)]

পঞ্চম: শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে রক্ত বের করা। দলিল হচ্ছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগায় ও যার শিঙ্গা লাগানো হয় উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে।"[সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৭), আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২০৪৭) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

রক্ত দেয়াও শিঙ্গা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত। কারণ রক্ত দেয়ার ফলে শরীরের উপর শিঙ্গা লাগানোর মত প্রভাব পড়ে। তাই রোযাদারের জন্য রক্ত দেয়া জায়েয নেই। তবে যদি অনন্যোপায় কোন রোগীকে রক্ত দেয়া লাগে তাহলে রক্ত দেয়া জায়েয হবে। রক্ত দানকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং সে দিনের রোযা কাযা করবে।[শাইখ উছাইমীনের 'মাজালিসু শাহরি রামাদান' পৃষ্ঠা-৭১]

কোন কারণে যে ব্যক্তির রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে— তার রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ রক্ত ক্ষরণ তার ইচ্ছাকৃত ছিল না।[স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৬৪)]

আর দাঁত তোলা, ক্ষতস্থান ড্রসেিং করা কংিবা রক্ত পরীক্ষা করা ইত্যাদি কারণে রোযা ভাঙ্গবে না; কারণ এগুলো শঙ্গিা লাগানোর পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ এগুলো দহেরে উপর শঙ্গিা লাগানোর মত প্রভাব ফলেে না।

ষষ্ঠ: ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা। দলিল হচ্ছে— "যে ব্যক্তরিঅনচ্ছিাকৃতভাবে বমএিসে যায় তাকে উক্ত রোযা কাযা করতে হবে না। কন্তিু যে ব্যক্তি স্বচ্ছোয় বমি করল তাকে সে রোযা কাযা করতে হবে"[সুনানে তরিমযিি (৭২০), আলবানী সহহি তরিমযিি গ্রন্থে (৫৭৭) হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

হাদসিে ذرعه শব্দরে অর্থ غلبه

ইবনে মুনযরি বলনে: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করছে আলমেদরে ঐক্যবদ্ধ অভমিত (ইজমা) হচ্ছে তার রোযা ভঙ্গে গছে।[আল-মুগনী (৪/৩৬৮)]

যে ব্যক্তি মুখরে ভতেরে হাত দয়িে কংিবা পটে কচলয়িে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করছে কংিবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কছিু শুকছে কংিবা বারবার দখেছে এক পর্যায়ে তার বমি এসে গছে তাকওে রোযা কাযা করতে হবে।

তবে যদি কারো পটে ফঁপেে থাকে তার জন্য বমি আটকে রাখা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ এতে করে তার স্বাস্থ্যরে ক্ষতি হবে।[শাইখ উছাইমীনরে মাজালসিু শাহরি রামাদান, পৃষ্ঠা-৭১]

সপ্তম: হায়যে ও নফিাসরে রক্ত নর্িগত হওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন মহলিাদরে হায়যে হয় তখন কি তারা নামায ও রোযা ত্যাগ করে না!?"[সহহি বুখারী (৩০৪)] তাই কোন নারীর হায়যে কংিবা নফিাসরে রক্ত নর্িগত হওয়া শুরু হলে তার রোযা ভঙ্গে যাবে; এমনকি সটো সূর্যাস্তরে সামান্য কছিু সময় পূর্বে হলওে। আর কোন নারী যদি অনুভব করে যে, তার হায়যে শুরু হতে যাচ্ছে; কন্তিু সূর্যাস্তরে আগে পর্যন্ত রক্ত বরে হয়নি তাহলে তার রোযা শুদ্ধ হবে এবং সদেনিরে রোযা তাকে কাযা করতে হবে না।

আর হায়যে ও নফিাসগ্রস্ত নারীর রক্ত যদি রাত থাকতে বন্ধ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে তনিি রোযার নয়িত করে নেনে; তবে গোসল করার আগইে ফজরহয়ে যায় সক্ষেত্রেে আলমেদরে মাযহাব হচ্ছে— তার রোযা শুদ্ধ হবে।

হায়যেবতী নারীর জন্য উত্তম হচ্ছে তার স্বাভাবকি মাসকি অব্যাহত রাখা এবং আল্লাহ তার জন্য যা নর্িধারণ করে রখেছেনে সটোর উপর সন্তুষ্ট থাকা, হায়যে-রোধকারী কোন কছিু ব্যবহার না-করা। বরং আল্লাহ তার থকেে যভোবে গ্রহণ করনে সটো মনেে নয়ো অর্থাৎহায়যে এর সময় রোযা ভাঙ্গা এবং পরবর্তীতে সে রোযা কাযা পালন করা। উম্মুল মুমনিগণ

এবং সলফে সালহৈীন নারীগণ এভাবইে আমল করতনে।[স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (১০/১৫১)]

তাছাড়া চকিৎিসা গবষেণায় হায়যে বা মাসকি রোধকারী এসব উপাদানরে বহুমুখী ক্ষতি সাব্যস্ত হয়ছে। এগুলো ব্যবহাররে ফলে অনকে নারীর হায়যে অনয়িমতি হয়ে গছে। তারপরওে কোন নারী যদি হায়যে বন্ধকারী ঔষধ গ্রহণ করার ফলে তার হায়যেরে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং জায়গাটি শুকয়িে যায় সে নারী রোযা রাখতে পারবে এবং তার রোযাটি আদায় হয়ে যাব।

উল্লখেতি বষিয়গুলো হচ্ছ- রোযা বনিষ্টকারী। তব, হায়যে ও নফিাস ছাড়া অবশষ্টি বষিয়গুলো রোযা ভঙ্গ করার জন্য তনিটি শর্ত পূর্ণ হতে হয়:

-রোযা বনিষ্টকারী বষিয়টি ব্যক্তরি গোচরীভূত থাকা; অর্থাৎ এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ না হয়।

-তার স্মরণে থাকা।

-জোর-জবরদস্তরি স্বীকার না হয়ে স্বচ্ছোয় তাতে লপ্তি হওয়া।

এখন আমরা এমন কছিু বষিয় উল্লখে করব যগেুলো রোযা নষ্ট করে না:

-এনমিা ব্যবহার, চোখে কংিবা কানে ড্রপ দয়ো, দাঁত তোলা, কোন ক্ষতস্থানরে চকিৎিসা নয়ো ইত্যাদি রোযা ভঙ্গ করবে না।[মাজমুউ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম (২৫/২৩৩, ২৫/২৪৫)]

-হাঁপানি রোগরে চকিৎিসা কংিবা অন্য কোন রোগরে চকিৎিসার ক্ষত্রেে জহি্বার নীচে যে ট্যাবলটে রাখা হয় সটো থকেে নর্িগত কোন পদার্থ গলার ভতিরে চলে না গলেে সটো রোযা নষ্ট করবে না।

-মডেকিলে টস্টেরে জন্য যোনপিথে যা কছিু ঢুকানো হয়; যমেন- সাপোজটির, লোশন, কলপোস্কোপ, হাতরে আঙ্গুল ইত্যাদি।

-স্পকেুলাম বা আই, ইউ, ডি বা এ জাতীয় কোন মডেকিলে যন্ত্রপাতি জরায়ুর ভতেরে প্রবশে করালে।

-নারী বা পুরুষরে মুত্রনালী দয়িে যা কছিু প্রবশে করানো হয়; যমেন- ক্যাথটিার, সস্টিোস্কোপ, এক্সরে এর ক্ষত্রেে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ, মুত্রথলি পরস্কিার করার জন্য প্রবশেকৃত দ্রবণ।

-দাঁতরে রুট ক্যানলে করা, দাঁত ফলো, মসেওয়াক দয়িে কংিবা ব্রাশ দয়িে দাঁত পরস্কিার করা; যদি ব্যক্তি কোন কছিু গলায় চলে গলেে সগেুলো গলিে না ফলে।

-গড়গড়া কুলি ও চকিৎিসার জন্য মুখে ব্যবহৃত স্প্রে; যদি কোন কছিু গলায় চলে আসলওে ব্যক্তি সটো গলিে না ফলে।

-অক্সজিনে, এ্যানসেথসেয়িার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস রোযা ভঙ্গ করবে না; যদি না রোগীকে এর সাথে কোন খাদ্য-দ্রবণ দেয়া হয়।

-চামড়া দিয়ে শরীরে যা কিছু প্রবেশ করে। যেমেন- তেল, মলম, মেডেসিনি ও কেমেকিেল সম্বলতি ডাক্তারি প্লাস্টার।

-ডাগায়নস্টকি ছবি তোলা কংিবা চকিৎিসার উদ্দশ্যে হৃৎপণি্ডরে ধমনীতে কংিবা শরীররে অন্য কোন অঙ্গরে শরিাতে ছোট একটি টিউব প্রবেশ করানোতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

-নাড়ীভুড়ি পরীক্ষা করার জন্য কংিবা অন্য কোন সার্জকিাল অপারশেনরে জন্য পটেরে ভতের একটি মেডেকিেল স্কোপ প্রবেশ করালওে রোযা ভাঙ্গবে না।

- কলজিা কংিবা অন্য কোন অঙ্গরে নমুনাস্বরূপ কছিু অংশ সংগ্রহ করলওে রোযা ভাঙ্গবে না; যদি এ ক্ষত্রেে কোন দ্রবণ গ্রহণ করতে না হয়।

- গ্যাসট্রোস্কোপে (gastroscope) যদপিাকস্থলীতে ঢুকানো তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না; যদি না সাথে কোন দ্রবণ ঢুকানো না হয়।

- চকিৎিসার স্বার্থে মস্তষ্কিে কংিবা স্পাইনাল কর্ডে কোন চকিৎিসা যন্ত্র কংিবা কোন ধরণরে পদার্থ ঢুকানো হলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।

[দখেুন শাইখ উছাইমীনরে ‘মাজালসিু শারহি রামাদান’ ও ‘সয়িাম সংক্রান্ত ৭০টি মাসয়ালা’ নামক এ ওয়বে সাইটরে পুস্তকিা]